রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ “জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক”

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, মে ১২, ২০২১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ২৭ বৈশাখ ১৪২৮/ ১০ মে ২০২১

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২১.৬২.০২২.২১.১০৯— লোক সংস্কৃতি ও পল্লীসাহিত্য গবেষক এবং স্বাধীনতা পুরস্কারপ্রাপ্ত খ্যাতিমান সাহিত্যিক অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান গত ১৪ এপ্রিল ২০২১ তারিখে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর।

২। শামসুজ্জামান খান-এর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ, তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে মন্ত্রিসভার ২০ বৈশাখ ১৪২৮/০৩ মে ২০২১ তারিখের বৈঠকে একটি শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

৩। মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত উক্ত শোকপ্রস্তাব সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

মূল্য : টাকা ৪.০০

মন্ত্রিসভার শোকপ্রস্তাব

২০ বৈশাখ ১৪২৮

ঢাকা: ----------

০৩ মে ২০২১

লোক সংস্কৃতি ও পল্লীসাহিত্য গবেষক এবং খ্যাতিমান সাহিত্যিক অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান গত ১৪ এপ্রিল ২০২১ তারিখে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ... রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর।

জনাব শামসুজ্জামান খান ১৯৪০ সালে মানিকগঞ্জ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। বর্ণাঢ্য কর্মজীবনের অধিকারী অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান ১৯৬৪ সালে মুন্সিগঞ্জ হরগঙ্গা কলেজের বাংলা বিভাগে প্রভাষক হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেন। এরপর তিনি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে সহকারী অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন। তিনি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়েও অধ্যাপনা করেন। ২০০৯ সালে বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক হিসাবে নিযুক্ত হয়ে তিনি ২০১৮ সাল পর্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে এ দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি উক্ত প্রতিষ্ঠানের সভাপতি নিযুক্ত হয়ে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত উক্ত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি বাংলা একাডেমির সভাপতি ছাড়াও বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের বোর্ড অব ট্রাস্টিজ-এর চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি এবং বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক হিসাবে সুনামের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন।

অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান সাহিত্যক্ষেত্রেও সৃজনশীলতার স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁর রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থের সংখ্যা শতাধিক। এগুলির মধ্যে 'ফোকলোর চর্চা', 'বঙ্গবন্ধুর রাষ্ট্রচিন্তা ও বর্তমান বাংলাদেশ', 'বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলাপ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ', 'মুক্তবুদ্ধি', এবং 'ফোকলোর চিন্তা' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

জনাব শামসুজ্জামান খানের লেখনীতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আদর্শকে সমুন্নত রেখেছেন। তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অসমাপ্ত আত্মজীবনী, কারাগারের রোজনামচা ও আমার দেখা নয়া চীন-এই বইগুলির সম্পাদনা ও প্রকাশে ভূমিকা রাখেন। এছাড়া, তিনি লোক সংস্কৃতি ও পল্লীসাহিত্য গবেষক হিসাবে বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা শিরোনামে ৬৪ খণ্ডে ৬৪ জেলার লোকজ সংস্কৃতির সংগ্রহশালা সম্পাদনা এবং ১১৪ খণ্ডে বাংলাদেশের ফোকলোর সংগ্রহমালা সম্পাদনা করেন।

বাংলা সাহিত্যে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ অসংখ্য পুরস্কার ও সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন অধ্যাপক জনাব শামসুজ্জামান খান। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে—একুশে পদক, বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার, অগ্রণী ব্যাংক পুরস্কার, দীনেশচন্দ্র সেন ফোকলোর পুরস্কার, মীর মোশাররফ হোসেন স্বর্ণপদক প্রভৃতি। এ ছাড়া, সাহিত্য ক্ষেত্রে অনন্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে ২০১৭ সালে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ সম্মাননা 'স্বাধীনতা পুরস্কার'-এ ভূষিত করা হয়।

ব্যক্তিগত জীবনে অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান ছিলেন বিনয়ী, সদালাপী, পরমতসহিষ্ণু, মুক্তচিন্তা ও অসাম্প্রদায়িক চেতনায় বিশ্বাসী একজন উদারনৈতিক মানুষ।

অধ্যাপক শামসুজ্জামান খানের মৃত্যুতে দেশের শিক্ষা, সাহিত্য ও গবেষণাঙ্গনে সৃষ্টি হল এক অপূরণীয় শূন্যতা।

মন্ত্রিসভা অধ্যাপক শামসুজ্জামান খানের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করে তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website : www.bgpress.gov.bd